সংবাদ

তারিখ 12 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সম্পাদকীয়

কম্পিউটার শিক্ষায় নৈরাজ্য

বিজ্ঞান এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি) সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দেশের তথাকথিত কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মান তদন্ত করার জন্য কয়েকটি টিম গঠন করা হবে। এসব টিমে থাকবে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, বেসরকারি সফটওয়্যার ডেভেলপার এবং সরকারি কর্মকর্তা। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী ড. মঈন খান কিছুদিন আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বর্তমানে কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর অধিকাংশই ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। দেশে 'ব্যাঙের ছাতা'র মতো গজিয়ে ওঠা কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মানের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের কোর্স পরিচালনা করে এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বলছে যে, এসব কেন্দ্র ২০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ফি আদায় করে। এগুলোর মান নির্ণয় করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, শিক্ষার্থীরা টাকা খরচ করে এসব শিক্ষাকেন্দ্র থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছে, তা জানা দরকার। মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে যদি এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ইংরেজি শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে বড় একটা অভাব পূরণ হতো।

দেশে কম্পিউটার শিক্ষার জন্য কিছু যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিও তাদের কার্যক্রম বেশ কিছুদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছে। এদের একজন বলেন, বাংলাদেশে কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষার মান অনেকটা নিচে নেমে গেছে। এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এদেশে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যয় ভারতের কয়েকগুণ; পক্ষান্তরে শিক্ষার মান কয়েক ধাপ নিচে। সফটওয়্যার ডেভেলপার এবং ইনফরমেশন সার্ভিসের লোকজন বলেন, বিভিন্ন কম্পিউটার 'ইনস্টিটিউট' থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে তাদের কোম্পানির জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী খুব একটা তারা পাননি। এসব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই নাকি শীর্ষ স্থানীয় অথবা যৌথ উদ্যোগের শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পাস করা। সে জন্য ইনফরমেশন সার্ভিসের কর্মকর্তারা কম্পিউটার ইনস্টিটিউটগুলোর ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে বেশিরভাগ কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রের বড় সমস্যা হলো ভাল শিক্ষক খুঁজে পাওয়া। এদেশে যারাই কম্পিউটার একটু ভাল করে শিখেছে এবং শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, তাদের প্রায় সবাই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। আর যারা এখন ভাল করে শিখছে, তারাও বিদেশে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে নিম্ন ও মধ্যমমানের শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, বিভিন্ন কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যাপারে দুর্নীতি ও ধাপ্পাবাজির অভিযোগ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং মন্ত্রণালয় পেয়েছে। অনেক কেন্দ্রই নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের ঠকিয়েছে। তদন্তের পর টিমগুলো যদি কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর 'র‍্যাঙ্ক' নির্ধারণ করে সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করতে পারে, তবে ঠকবাজির সম্ভাবনা কমে যাবে। এ মাসের মধ্যেই নাকি মন্ত্রণালয়ের তদন্ত টিম বিভিন্ন কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে হানা দেয়া শুরু করবে। আমরা আশা করব যোগ্য ব্যক্তিরা এসব টিমে থাকবেন এবং কোনভাবেই কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কেন্দ্রগুলোর স্তর বিন্যাসে সহায়তা করবেন। কম্পিউটার শিক্ষায় নৈরাজ্য আর বেশিদিন চলতে দেয়া উচিত হবে না।